বিবাহ ও ইসলামি শিক্ষা

27-May-2021

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেনো না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। **ফতোওয়ায়ে শামীতে** বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ পাকের** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০বার দরূদ শরীফ পাঠ করলো, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, সে নিফাক তথা কপটতা

ও দোযখের আগুন থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। (মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়্যা, ১০/২৫৩, হাদীস ১৭২৯৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। (জামেয়ে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস ১২৮৪) **হে আশিকানে রাসূল!** প্রতিটি কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভাল নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভাল ভাল নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলম শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালিন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের নিকট পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবাহ খুবই পবিত্র একটি সম্পর্ক, দ্বীন ইসলামে এর খুবই গুরুত্ব রয়েছে, এ ব্যাপারে আজ বয়ানে আমরা মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং শাহজাদীয়ে কওনাঈন হযরত ফাতেমা যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বিবাহের ঘটনাবলী, এ থেকে অর্জিত পয়েন্ট সমূহ, বিবাহ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করার সহজ পদ্ধতি, বিবাহের ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের ঘটনাবলী এবং বিবাহে প্রচলিত কুসংস্কারের নিন্দা সম্পর্কে শুনবো। আহ! আমাদের যেনো সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্ব প্রথম একটি ঘটনা শুনি।

দয়ালু আল্লাহ তো আমাকে দেখছেন

হযরত আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রায় রাতের বেলা মদীনা শরীফের আনাচে-কানাচে ঘুরাফেরা করতেন, কাউকে কোন অভাবে দেখলে সেই অভাব পূরণ করে দিতেন, এক রাতে আমিও তাঁর সাথে ছিলাম, চলতে চলতে তিনি হঠাৎ একটি ঘরের পাশে গিয়ে থেমে গেলেন, ভেতর থেকে কোন মহিলার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছিলো: 'কন্যা! দুধে সামান্য পানি মিশিয়ে দাও।' মায়ের কথায় মেয়ে উত্তর দিলো: 'মা, আপনি কি জানেন না, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রাজ্যে কী ফরমান জারি করেছেন?' মহিলা বললো: 'কন্যা! আমাদের খলিফা কী ফরমান জারি করেছেন?' মেয়ে বললো: 'আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঘোষণা দিয়েছেন, কেউ যেন দুধে পানি না মেশায়।'

মেয়ের কথায় মা বললেন: 'হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তো এখন আমাদেরকে দেখছেন না। তিনি কীভাবে জানবেন যে, তুমি দুধে পানি মিশিয়েছ? যাও, দুধে পানি মিশিয়ে দাও।' মায়ের কথা শুনে মেয়ে বললো: '**আল্লাহ**র শপথ! আমি কখনো এ কাজ করতে পারি না যে, তাঁর বর্তমানে তাঁকে মেনে চলবো আর অবর্তমানে তাঁর নির্দেশের অমান্য করবো! এই মুহূর্তে যদিও তিনি আমাকে দেখছেন না, কিন্তু আমার পালনকর্তা তো আমাকে দেখছেন! আমি কখনো দুধে পানি মিশাবো না।'

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এতক্ষণ মা-মেয়ের কথাবার্তা শুনলেন, তারপর তিনি আমাকে বললেন: 'হে

আসলাম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! এই ঘরটি ভালভাবে চিনে রাখুন।' অতঃপর তিনি সারা রাত বিভিন্ন গলিতে টহল দিলেন, ফজর হলে তিনি আমাকে তাঁর নিকট ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন: 'হে আসলাম (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! ঐ ঘরে গিয়ে জেনে আসুন, ঘরে কে কে থাকে? আরো জেনে আসুন, মেয়েটি কি বিবাহিতা নাকি কুমারী?'

হযরত আসলাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: 'আমি সেই ঘরের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আদ্যোপান্ত সব কিছু জেনে নিলাম। আমি জানতে পারলাম যে, সেই ঘরে একজন বিধবা আর তার একমাত্র মেয়ে বাস করে, মেয়েটির এখানো বিয়ে হয়নি। ফিরে এসে এই কথা আমি হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে জানালাম।'

এসব শুনে তিনি বললেন: 'আমার পুত্র সন্তানদের আমার নিকট ডেকে আনুন।' সব সাহেবজাদা যখন তাঁর নিকট এসে উপস্থিত হলেন, তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন: 'তোমাদের মধ্যে কি কেউ বিবাহ করতে চাও?' হযরত আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং হযরত আব্দুর রহমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: 'আমরা তো বিবাহিত।'

তারপর হযরত আছেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দাঁড়িয়ে বললেন: 'আমি অবিবাহিত, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' অতএব তিনি তাঁর এই পুত্রের জন্য মেয়েটির নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। তিনিও খুবই আনন্দচিত্তে প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। এভাবে হযরত আছেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে সেই মেয়েটির বিবাহ সম্পন্ন হলো। অতঃপর তাঁদের ঘরে একটি কন্যা সন্তান জন্ম নিলো, তাঁর উদর থেকেই হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জন্ম হয়। (উয়ুনুল হিকায়ত, ২৮-২৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এটাই হলো খোদাভীতি, তাকওয়া ও পরহেযগারীতা এবং আপন প্রতিপালকের প্রতি লজ্জা! এই যুবতী মেয়েটি তার মা'কে কিরূপ সুন্দর উত্তর দিলো যে, যদিও আমীরুল মুমিনীন আমাকে দেখছে না, কিন্তু আমার দয়ালু প্রতিপালক তো দেখছেন, আসলেই যে যতবেশি নেককার হয়ে থাকে তার অন্তরে **আল্লাহ পাকে**র ভয়ও ততবেশি হয়ে থাকে, সে একা হোক বা বান্ধবীদের সাথে, ঘরে হোক বা প্রয়োজনের কারণে বাইরে যেতে হোক। মোটকথা সর্বদা **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকে এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকে, যে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে, **আল্লাহ পাক** তাকে দুনিয়ায়ও নেয়ামত প্রদান করেন এবং আখিরাতেও জান্নাতী নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেন, যেমনটি ঐ গরীব পরিবারের মেয়েটির দুনিয়াবী এই নেয়ামত লাভ হলো যে, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘরের বউ হলো, তাঁর ছেলে হযরত আছেম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সাথে বিবাহ হলো এবং তাঁর বংশেই দ্বিতীয় ওমর অর্থাৎ হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর জন্ম হয়। হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ কেমন মনিষী ছিলেন? আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনি শুনি।

হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীযের সংক্ষিপ্ত জীবনি

✪ আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ৬১ বা ৬৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় জন্ম গ্রহণ করেন। ✪ মদীনা শরীফেই শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন। ✪ তিনি শুধু মহান এক আলিমে দ্বীন ছিলেন না, বরং ইলম ও ওলামাদের সম্মানও করতেন।

✪ তিনি বলেন: যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে আলিমে দ্বীন হও, সম্ভব না হলে ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থী হও, তাও সম্ভব না হলে তবে ওলামাদেরকে ভালবাসো আর এটাও সম্ভব না হলে তবে কমপক্ষে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ (অর্থাৎ শত্রুতা) করোনা। ✪ তিনি ২৫ বছর বয়সে মক্কা শরীফ ও তায়েফের গভর্ণর হন। ✪ খলিফা সুলাইমান বিন আব্দুল মুলক এর ওফাতের পর ৩৬ বছর বয়সে জুমার দিনে মুসলমানদের খলিফা হন। ✪ তিনি এমন সুচারু রূপে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন যে, তাঁকে দ্বিতীয় ওমর বলা হয়ে থাকে। ✪ তাঁর খেলাফতের সময়কাল ছিলো আড়াই বছর। ✪ ২৫ রজব ১০১ হিজরী বুধবার প্রায় ৩৯ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ✪ তাঁর মাযার মুবারক বর্তমান সিরিয়ায় অবস্থিত। (হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয এর ৪২৫টি ঘটনাবলী থেকে সংক্ষেপিত) **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর ঘটনাটি থেকে এটাও জানা গেলো! গরীব ঘরের নেককার এবং খোদাভীতি সম্পন্ন মেয়েকে সমসাময়িক খলিফা তাঁর ঘরের বউ বানানোকে প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি এটা দেখেননি যে, সেই মেয়েটি ধনী বংশের কিনা, বরং এটাই দেখেছেন যে, মেয়ে খোদাভীরু, নেককার, তাকওয়া ও পরহেযগার, তখন নিজের ছেলেকে তার সাথে বিবাহ করিয়ে দিলেন।

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن নিজের সন্তানদের জন্য শুধু নেককার সম্পর্ক খুঁজতেন না বরং অন্যদেরও খোদাভীরু, নেককার এবং ভাল সম্পর্ককে অগ্রাধিকার দেয়ার প্রতি উৎসাহিত করতেন।

মেয়ের বিবাহ কোথায় দিবো?

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত হাসান বসরী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট এক ব্যক্তি এলো এবং আরয করলো: আমার একটাই মেয়ে, যাকে আমি খুব ভালবাসি, তার জন্য অনেক বিবাহের বার্তা এসেছে, আপনি আমাকে কার সাথে বিবাহ দেয়ার জন্য পরামর্শ দিবেন? তিনি বললেন: তাকে এমন ব্যক্তির সাথে বিবাহ দাও, যে **"খোদাভীরু"**, কেননা যদি এমন ব্যক্তি তোমার মেয়েকে ভালবাসে তবে সম্মান করবে আর যদি ঘৃণাও করে তবে (খোদাভীতির কারণে) অত্যাচার করবে না।

(শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুন নিকাহ, ৫/৯, হাদীস ২২৩৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে আমরা এটাও শিক্ষা পেলাম যে, নিজের সন্তানদের জন্য উত্তম চরিত্রের সম্পর্ক খোঁজা, কেননা সন্তানের বিবাহের সর্বপ্রথম ধাপ হলো সম্পর্ক খোঁজ করা, অতএব যখনই নিজের সন্তানকে বিবাহ করাবেন বা দিবেন তখন দ্বীনদার, নেককার, নামাযী এবং খোদাভীরু সম্পর্ক খোঁজ করুন। কেননা নেককার সন্তানের বরকত এমন যে, তাদের সন্তানও মুত্তাকী ও পরহেযগার হবে। তাদেরকে নেয়ামত দ্বারা ধন্য করা হয়, তাদের সন্তানের প্রতিপালন হয়ে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবাহের পবিত্র বন্ধনের বদৌলতে শুধু বর কনেই একে অপরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে সম্পৃক্ত হয়না বরং দু'টি পরিবারও পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বিবাহ এমন একটি বন্ধন যার মাধ্যমে নতুন একটি পরিবার ঘটিত হয়, নতুন একটি বংশধারা অগ্রসর হতে থাকে। অতএব বিবাহের জন্য সম্পর্ক দেখা, যাচাই করা অতঃপর এই সম্পর্ককে মঞ্জুর করা বা না করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে, কেননা এই এর প্রভাব (Effects) অনেকের জীবনে পরে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে খোঁজার ব্যাপারেও আমাদের অনন্য নির্দেশনা দিয়েছে, এটাই কারণ ছিলো যে, **আল্লাহ** ওয়ালারা তাঁদের পরবর্তী প্রজন্মকে নেককার বানানোর জন্য নিজের সন্তানদের বিবাহের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন, নিজের সন্তানদের জন্য নেককার, মুত্তাকী এবং ইবাদত ও রিয়াযতের অনুসারী ছেলে মেয়ে খুঁজতেন এবং দ্বীনদার সম্পর্ককে প্রাধান্য দিতেন, আসুন! একটি ঘটনা শুনি:

সম্পর্ক অনুসন্ধান

হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শাহী বংশের সাথে সম্পর্কীত ছিলেন, কিন্তু তিনি যুহুদ ও তাকওয়া অবম্বন করেছিলেন এবং দুনিয়াবী কাজকর্ম থেতে দূরে ছিলেন। তাঁর এক শাহ্জাদী ছিলো, যে খুবই সুন্দর এবং নেক ও পরহেযগার ছিলো। একদিন তাঁর শাহজাদীর জন্য বাদশাহ কিরমান বিবাহের প্রস্তাব পাঠলো। তিনি এটা পছন্দ করলেন না যে, মালিকা হয়ে মেয়ে দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয়ে যাক। তাই তিনি বলে

পাঠালেন যে, আমাকে ভাবার জন্য তিনদিনের সময় দেয়া হোক। এই সময়ে তিনি মসজিদে মসজিদে ঘুরে কোন নেককার যুবকের সন্ধান করতে লাগলেন। এমনসময় এক যুবকের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, যার চেহারায় ইবাদত ও পরহেযগারীতার নূর চমকাচ্ছিলো। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তোমার কি বিয়ে হয়েছে?" সে উত্তর দিলো: "না।" হযরত শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি এমন মেয়েকে বিয়ে করতে চাও, যে কোরআনে মজীদ পড়ে, নামায-রোযায় অভ্যস্ত ও উত্তম চরিত্রের অধিকারীনি এবং নেককার।" সে বললো: "আমি তো একজন গরীব মানুষ, আমার সাথে কেইবা এমন নেককার মেয়ে বিবাহ দিবে?" তিনি বললেন: "আমি দিবো, এই দিরহামগুলো নাও, এক দিরহামের রুটি, এক দিরহামের তরকারী এবং এক দিরহামের সুগন্ধি কিনে নিয়ে এসো।"

যুবকটি তা নিয়ে এলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মেয়ের বিবাহ এই নেককার যুবকের সাথে দিয়ে দিলেন। কনে যখন বিদায় নিয়ে বরের বাড়ি আসলো তখন দেখলো যে, ঘরে পানির একটি কলসি ব্যতীত আর কিছুই নেই এবং সেই কলসির উপর একটি রুটি রাখা আছে। জিজ্ঞাসা করলো: "এ রুটি কেন?" বর উত্তর দিলো: "এটা গতকালের বাসি রুটি, আমি ইফতার করার জন্য রেখেছি।" একথা শুনে সে বলতে লাগলো যে, আমাকে আমার বাড়িতে রেখে আসুন। যুবকটি বললো: "আমি তো পূর্বেই অনুমান করেছিলাম যে, শায়খ কিরমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মেয়ে আমার মত গরীব লোকের ঘরে থাকতে পারবে না।" মেয়েটি বললো: "আমি আপনার দারিদ্র্যতার কারণে ফিরে যাচ্ছি না, বরং এই কারণে ফিরে যাচ্ছি যে, আমি আপনার ভরসা দূর্বল দেখতে পাচ্ছি, আমিতো আমার পিতার

জন্য অবাক হচ্ছি যে, তিনি আপনাকে সৎচরিত্রের অধিকারী ও নেককার কিভাবে বললেন! যখন আপনার **আল্লাহ পাকের** প্রতি ভরসার এই অবস্থা যে, রুটি বাঁচিয়ে রেখে দিয়েছেন! একথা শুনে যুবকটি খুবই প্রভাবিত হলো এবং লজ্জিত হলো। মেয়েটি অতঃপর বললো: "আমি এমন ঘরে থাকতে পারি না, যেখানে এক বেলার খাবার জমা রাখা হয়। এখন হয়তো এ ঘরে আমি থাকব নয়তো এই রুটি থাকবে।" একথা শুনে যুবকটি সাথে সাথে বাইরে গিয়ে রুটিটি **আল্লাহর** পথে দান করে দিলো।

(রওযুর রিয়াহীন, ১৯২ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে ঐসকল পিতামাতার শিক্ষা অর্জন করা উচিৎ যে, যাদের নিকট কোন নেককার ও পরহেযগার ছেলে বা মেয়ের সম্পর্ক আনা হলে তখন শুধু এই কারণেই বাতিল করে দেয় যে, ✯ সে সুন্নাতের আমলদার, ✯ নামাযী, ✯ দ্বীনদার, ✯ ছেলে মুখে দাড়ি, ✯ অমুক ভাষায় ও কৃষ্টি-কালচারের সাথে সম্পৃক্ত। আসুন! এব্যাপারে মুহাররামুল হারামের মাসিক ফয়যানে মদীনা থেকে কিছু বিষয় শ্রবণ করি।

আত্মীয়তা কঠিন কেন?

মাসিক ফয়যানে মদীনায় রয়েছে: বর্তমানে আত্মীয়তা করার ক্ষেত্রে অসংখ্য ভূল পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে, সাধারণত ছেলে পক্ষের আকাঙ্ক্ষা এরূপ হয়ে থাকে: (১) "আগত মেয়েটি" যেনো ধনীর মেয়ে হয়। (২) বাবা মায়ের একমাত্র মেয়ে হলে তো কথাই নেই। (৩) মেয়ের ভাই যেনো উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকরীজীবি হয়। (৪) ছেলে যেনো ভাল জব বা ভাল ব্যবসা করে। (৫) কোন প্লট বা বাড়িও যেনো

থাকে। (৬) বউয়ের পিতা যেনো তার জামাইকে কোন ব্যবসা শুরু করিয়ে দেয়। (৭) মেয়ে যেনো কোন ভাল জায়গায় চাকরী করে, ইত্যাদি।

ভাবলে দেখা যাবে যে, এসব কিছুতে লোভী দৃষ্টি অপরের সম্পদের দিকে দেখা হচ্ছে, শরীয়তে যেখানে এর নিন্দা বর্ণনা করা হয়েছে, তেমনি মানুষের সম্পদের প্রতি উদাসীনতাকে সকলের প্রিয় হওয়ার উপায় বলা হয়েছে।

নবীয়ে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুনিয়ার প্রতি উদাসীন হয়ে যাও, **আল্লাহ পাকে**র প্রিয় হয়ে যাবে এবং মানুষের নিকট যা কিছু (দুনিয়ার ধন ও সম্পদ) রয়েছে তার প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে যাও, তবে লোকেরাও তোমাকে প্রিয় বানিয়ে নিবে।

(আত তারগীব ওয়াত তারহিব, ৪/৭৪, হাদীস ৪৯১৮)

অনুরূপভাবে মেয়ে পক্ষ সাধারণত এই আকাঙ্ক্ষা করে: (১) ছেলে যেনো স্মার্ট (Smart) এবং ফ্যাশেনেবল (Fashionable) হয়। (২) পিতার সম্পত্তি ও ব্যবসার যেনো একমাত্র ওয়ারিশ হয়। (৩) ননদ যেনো না থাকে। (৪) যদিও থাকে তবে যেনো "**বিবাহিত হয়**" যাতে আমাদের মেয়ে শশুড় বাড়িতে আধিপত্য করতে পারে। (৫) ছেলে যেনো টাকার উপর খেলা করে (যদিও তা হারাম উপার্জনের হোক না কেন)। (৬) বেতন যুক্তিযুক্ত হলেও দৃষ্টি থাকে যে, "উপরি কামাই" কত করে। (৭) ছেলে বিদেশে হলে তবে পুরো ঘর তো তারই হয়ে যাবে।

নিজের সন্তানদের বিবাহ দ্বীনদার ঘর থেকে করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের উচিৎ যে, এমন চিন্তা ভাবনা নিজের অন্তর থেকে বের করে নিজের সন্তানদের বিবাহ দ্বীনদার বংশ থেকে করানোর চেষ্টা করুন, কেননা দ্বীন ইসলামেই আমাদের জন্য সফলতাই সফলতা, যদি আমরা দ্বীন ইসলামের নিয়ম নীতি অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করি এবং **রাসূলে পাকের** জীবনাদর্শ অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করি আর নিজের সন্তানদের বিবাহ দিই তবে আমরা কোন জায়গাতেই বিপদে পরবো না, বরং আমাদের এবং সন্তানদের জীবন খুবই সহজ এবং সফল হয়ে যাবে। আসুন! এ ব্যাপারে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি।

ইরশাদ হচ্ছে: মহিলাকে বিবাহ করার ক্ষেত্রে চারটি বিষয় দেখা হবে। সম্পদশালীতা, বংশীয় আভিজাত্য, সুন্দর, দ্বীনদারী। কিন্তু তুমি দ্বীনদারীকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিবে।

(বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, ৩/৪২৯, হাদীস ৫০৯০)

ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমাদের নিকট এমন ছেলের সম্পর্ক আসবে, যার দ্বীনদারী এবং চরিত্র তোমার পছন্দ হয় তবে তার সাথে (নিজের মেয়ের) বিবাহ দাও, যদি এমন না করো তবে জমিনে ফিতনা এবং দীর্ঘস্থায়ী ফ্যাসাদ শুরু হয়ে যাবে।

(তিরমিযী, কিতাবুন নিকাহ, ২/৩৪৪, হাদীস ১০৮৬)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মেয়ের জন্য দ্বীনদার, স্বভাব ও চরিত্র ভাল ছেলে পাওয়া গেলে তবে শুধুমাত্র সম্পদের লোভে এবং লাখপতির অপেক্ষায় যুবতী মেয়ের বিবাহ দেরী করো না, যদি ধনীর অপেক্ষায় মেয়েদের

বিবাহ দেয়া না হয় তবে এদিকে তো অনেক কুমারী মেয়ে বসে থাকবে আর অপরদিকে ছেলেরা বিবাহ না করেই রয়ে যাবে, যার ফলে অপকর্মের প্রসার হবে এবং মেয়ে পক্ষকে লজ্জিত হতে হবে, ফলশ্রুতিতে এমন হবে যে, বংশের লোকেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করবে, হত্যাযজ্ঞ শুরু হবে, যা আজকাল দেখা যাচ্ছে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাগদান করা কেমন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আত্মীয়তার সম্পর্ক নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার পরও বাগদান হয়ে থাকে, বাগদান ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী করা জায়িয, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে বাগদান অনুষ্ঠানে অসংখ্য কুসংস্কার (ভ্রান্ত রীতি) পাওয়া যায়।

বাগদান মূলত বিবাহের প্রতিশ্রুতি অর্থাৎ ছেলে মেয়ের পিতামাতা একে অপরের সাথে নিজেদের সন্তানের বিবাহের যেই চুক্তি করে থাকে, যেমন; ছেলের পিতামাতারা বলে: "আজ থেকে আপনাদের মেয়ে আমাদের হলো" বা মেয়ের পিতামাতা বলে: "আজ থেকে আপনাদের ছেলে আমাদের হলো" ইত্যাদি, তো এই যে বিবাহের প্রতিশ্রুতি বা কথা পাকাপাকি করা, এটাই মূলত বাগদান আর এভাবে করাতে দ্বীন ইসলামে কোন অসুবিধা নেই। হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বাগদান মূলত বিবাহের প্রতিশ্রুতি করা, যদি এটা নাও হয় তবুও কোন সমস্যা নেই। (ইসলামী জীবন, ৪৭ পৃষ্ঠা)

বাগদানের অহেতুক রীতিনীতি

কিন্তু আফসোস! বর্তমানে অজ্ঞতা ও দ্বীন ইসলাম থেকে দূরত্বের কারণে বাগদানের যেই ধরণ আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, তা নিজের মধ্যে একটি দু'টি নয়, বরং ডজন খানেক নির্লজ্জ ও শরীয়ত বিরোধী কর্মকান্ডকে আঁকড়ে রেখেছে, যেমন; ছেলে তার বাগদত্তাকে নিজের হাতে আংটি পরিয়ে থাকে।

নামুহরিমকে স্পর্শ করার শাস্তি

মনে রাখবেন! হাদীসে পাকে রয়েছে: তোমাদের মধ্যে কারো মাথায় লোহার সুঁই ঢুকিয়ে দেয়া হলো তবে তা এর চেয়ে উত্তম যে, সে এমন মহিলাকে স্পর্শ করলো, যে তার জন্য হালাল নয়।

(মু'জামু কবীর, ২০/২১২, হাদীস ৪৮৭)

মুফতীয়ে আযম পাকিস্তান মুফতী ওয়াকারুদ্দীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বিবাহের পূর্বে ছেলে ও মেয়ে একে অপরের জন্য অপরিচিত ও নামুহরিম, উভয়েরই একে অপরের শরীর স্পর্শ করা নাজায়িয, অতএব ছেলে এবং মেয়ে একে অপরকে নিজে আংটি পরিধান করাতে পারবে না। (ওয়াকারুল ফতোয়া, ৩/১৩৪) সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, বাগদানের অনুষ্ঠান হোক বা যেকোন ইভেন্টে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কোরআনে করীম এবং বিবাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সম্পর্ক খোঁজা এবং বাগদানের পর এবার বিবাহ ও কন্যা বিদায়ের সময়, বিবাহ শুধু নেক আমল নয় বরং সুন্নাতে

মুবারাকাও, কোরআনে করীমেও **আল্লাহ পাক** বিবাহের উৎসাহ ইরশাদ করেছেন:

فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তবে বিবাহ করে নাও, যেসব নারী তোমাদের ভালো লাগে।

অনুরূপভাবে অসংখ্য হাদীসে মুবারাকায়ও শুধু বিবাহের উৎসাহ নয় বরং এর অসংখ্য ফযীলত ও বরকতও বিদ্যমান, আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে বিবাহের উৎসাহ ও ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী শ্রবণ করি।

বিবাহের ফযীলত

ইরশাদ হচ্ছে: বিবাহ করে সন্তানের আধিক্য করো, কেননা আমি কিয়ামতের দিন তোমাদের কারণে অন্যান্য উম্মতের প্রতি গর্ব করবো।

(মুসান্নিফ আব্দুর রাযযাক, কিতাবুন নিকাহ, ৬/১৩৮, হাদীস ১০৪৩২)

ইরশাদ হচ্ছে: তোমাদের মধ্যে যে বিবাহের ক্ষমতা রাখো, সে যেনো অবশ্যই বিবাহ করে, কেননা বিবাহ, দৃষ্টিকে নতকারী এবং লজ্জাস্থানের নিরাপত্তা রক্ষাকারী আর যে বিবাহের ক্ষমতা রাখে না, তার উচিৎ যে, রোযা রাখা, কেননা তার জন্য ঢাল স্বরূপ।

(নাসায়ী, কিতাবুন নিকাহ, ৫২২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩২০৬)

ইরশাদ হচ্ছে: যে বিবাহ করলো, নিশ্চয় সে তার অর্ধেক দ্বীন রক্ষা করলো, এবার অবশিষ্ট অর্ধেকের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করবে। (মু'জামু আওসাত, ৫/৩৭২, হাদীস ৭৬৪৭)

ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমাদের মধ্যে কেউ বিবাহ করে নেয় তবে শয়তান বলে: হায় আফসোস! আদম সন্তান আমার থেকে দুই তৃতীয়াংশ দ্বীন রক্ষা করে নিলো।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুন নিকাহ, ১৬তম অংশ, ৮/১১৮, হাদীস ৪৪৪৪৭)

ইরশাদ হচ্ছে: বিবাহিতের দুই রাকাত নামায অবিবাহিত ব্যক্তির বিরাশি (৮২) রাকাত নামায থেকে উত্তম।

(আল আহাদীসুল মুখতার, ৬/১১০, হাদীস ২১০১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন যে, বিবাহ কিরূপ উপকারী। কোরআন ও হাদীসে এর প্রতি কিরূপ জোড় দেয়া হয়েছে, অতএব পিতামাতার উচিৎ যে, যখন সন্তান বিবাহের উপযুক্ত হয়ে যাবে, তার বিবাহ ইসলামী রীতি অনুযায়ী করিয়ে দেয়া, নিজের সন্তানদের বিবাহ দেয়ার জন্য আমার **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং মাওলা মুশকিল কোশা, হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিবাহকে সামনে রাখা উচিৎ। আসুন! সায়্যিদায়ে কায়েনাত ও হযরত আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বিবাহ আর ওলিমার ঘটনা শুনি।

মাওলা আলী এবং খাতুনে জান্নাতের বিবাহ

হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ২য় হিজরীতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রিয় কন্যা হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর বিবাহ হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে হয়। এই বিবাহ খুবই গাম্ভীর্য ও অনাড়ম্বরতার সহিত হয়েছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেনো হযরত আবু বকর সিদ্দিক, হযরত ওমর, হযরত ওসমান এবং আব্দুর রহমান বিন আউফ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ আর অন্যান্য

কয়েকজন মুহাজির ও আনসারদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ ডেকে আনেন। যখন সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان উপস্থিত হলেন তখন **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুতবা পাঠ করলেন এবং বিবাহ পড়িয়ে দিলেন।

(সীরাতে মুস্তফা, ২৪৮ পৃষ্ঠা)

ওলিমার ব্যাপারে আল্লামা শুয়েব হারিফিশ رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর রাখা দিরহাম থেকে ১০ দিরহাম হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: এটি দিয়ে খেজুর, ঘি এবং পনির কিনে নাও। বললেন: আমি এসব জিনিস কিনে তাঁর খেদমতের উপস্থিত হয়ে গেলাম। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم চামড়ার একটি দস্তরখানা আনালেন এবং আস্তিন উঠিয়ে খেজুরগুলোতে ঘি মাখাতে লাগলেন অতঃপর পনিরের সাথে এমনভাবে মিশালেন যে, তা হালুয়া হয়ে গেলো, অতঃপর ইরশাদ করলেন: হে আলী! যাকে ইচ্ছা ডেকে নাও। আমি মসজিদে গেলাম এবং সাহাবায়ে কিরামদের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان বললাম: **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দাওয়াত কবুল করুন। সবাই উঠে চলে এলেন। যখন আমি তাঁর দরবারে আরয করলাম: মানুষ অনেক বেশি, তখন তিনি চামড়ার দস্তরখানাকে একটি রুমাল দ্বারা ঢেকে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: ১০জন করে আসতে থাকো। আমি এমনই করলাম, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان খাবার খেয়ে খেয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু খাবার একেবারেই কমলো না, এমনকি **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বরকতে ৭০০জন লোক সেই হালুয়া খেলো।

(হেকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৫৪০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে বিবাহ তো অনেক হয়েছে, হচ্ছে আর হতে থাকবে, তবে এরূপ অনাড়ম্বর কিন্তু মহত্বপূর্ণ বিবাহ শুধুমাত্র **মাহবুবে খোদা** এবং **মুস্তফা**র নৈকট্যবানদেরই অংশ হয়ে থাকে, যশ ও খ্যাতির নামও ছিলো না, কিন্তু ঈর্ষা সকল মুসলমানেরই হয়, ধুমধামের কোন নামই ছিলোনা কিন্তু চর্চা আজও হচ্ছে। প্রসিদ্ধির কোন ইচ্ছা ছিলোনা কিন্তু ঢঙ্কা বেজেই চলছে। এমন নয় যে, বিবাহ ধুমধামের সহিত করা যেতো না, বরং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং নিজেও নয় বরং যদি শুধু নিজের গোলামদেরই ইশারা করে দিতেন, তবে এর উদাহরণ ও তুলনা করা কারো সাধ্য হতো। কিন্তু ওয়ালিয়ে উম্মত, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অনাড়ম্বরতাকে সুন্নাত বানালেন, যাতে উম্মতের কষ্ট এবং ঋণের বোঝার নিচে পরতে না হয়। এই দিকেই হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মনযোগ আকৃষ্ট করে বলেন:

সবচেয়ে উত্তম তো এটাই হবে যে, নিজের সন্তানের বিবাহের জন্য হযরত খাতুনে জান্নাত শাহজাদীয়ে ইসলাম ফাতেমাতুয যাহরা (رَضِیَ اللهُ عَنْهَا) এর পবিত্র বিবাহকে নমুনা বানানো। (ইসলামী জীবন, ৫৪ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিবাহ শুধু সুন্নাত নয় বরং মানুষের প্রাকৃতিক চাহিদা পূরণের জন্য ইসলামের প্রদত্ত মহান নেয়ামতও, তাই আমাদের উচিৎ যে, বিবাহের ইসলামী উপায় অবলম্বন করা এবং বিবাহের সমস্ত কার্যাদী ইসলামি শিক্ষা অনুযায়ী করা, বিবাহে আতশবাজি, মহিলাদের গান, নর্তকীদের নাচ, বেপর্দা হওয়া, গান বাজনা, ঢোল তবলা বাজানো, ভিডিও করার মতো কাজ থেকে বিরত থাকা, কেননা গান বাজনা এবং নাচ করা তো এমনিতেই হারাম এবং

জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ, আসুন! শিক্ষার্জনের জন্য একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা শুনি এবং শিক্ষা অর্জন করি।

কবরস্থান থেকে ভয়ানক আওয়াজ

হযরত সাঈদ বিন হাশিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার পরিচিতদের মধ্যে একজনের বিবাহের অনুষ্ঠান ছিলো, তাদের ঘরে কবরস্থানের একেবারে নিকটেই ছিলো, তো যখন বিবাহের অনুষ্ঠান হলে তখন তার পিতা এবং বংশের লোকেরা খেল তামাশার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করলো (যা বর্তমানে আধুনিক পরিভাষায় ফ্যাংশান বলা হয়), এতে তবলা বাজানো হলো এবং নৃত্য করা হলো, হঠাৎ কবরস্থান থেকে একটি আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো আর আওয়াজটি একটি আরবী শের সম্বলিত ছিলো, যার অনুবাদ হলো: হে অস্থিতিশীল খেল তামাশার স্বাদে মত্তরা! হে নাচ গানের স্বাদে মত্তরা! হে সংগীতের মূর্চনায় হারিয়ে যাওয়ারা! মৃত্যু সকল প্রকার খেল তামাশাকে নিঃশেষ করে দিবে, তোমাদের নাচ গানের অনুষ্ঠানকে নিঃশেষ করে দিবে, এমন অনেক লোক রয়েছে, যারা নিজেদের স্বাদে মত্ত হয়ে থাকে, মৃত্যুর একটি আঘাতেই তাদরেকে নিজেদের পরিবার পরিজন থেকে পৃথক করে দেয়। এই ভয়ানক আওয়াজ শুনে সবাই কাঁপতে লাগলো এবং বরও অনেক ভয় পেয়ে গেলো। হযরত সাঈদ বিন হাশিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র শপথ! কয়েকদিনের মধ্যেই সেই যুবক বরের ইন্তিকাল হয়ে গেলো।

(মুওসুআয়াতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুল হাওয়াতিফ, ২/৪৫৯, হাদীস ৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় আমাদের জন্য শিক্ষাই শিক্ষা রয়েছে, নিঃসন্দেহে এই যুবকের অন্তরেও এমন ছিলো হয়তো, এখনো তো আমি যুবক, এখনো অনেক বয়স পড়ে আছে। যৌবনকে ইনজয় করবো, এখনো তো বিয়ে হচ্ছে, আমার খুশির দিনগুলো ভালভাবে ইনজয় করবো, আমার সমস্ত চাহিদা পূরণ করবো, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের দাওয়াত খাবো, কিন্তু আহ! মৃত্যুর ঝড় আসলো, হাসি ঠাট্টা, গানের সুর, কৌতুক ও অট্টহাসিতে খুশি মানুষদের সমস্ত খুশি নিয়ে চলে গেলো। বর মৃত্যুর কোলে ঢলে পরলো এবং খুশিতে ভরা ঘর দেখতেই দেখতে মাতমে ভরে গেলো।

দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা চাই যে, আমাদের সমাজে সুন্নাত অনুযায়ী বিবাহ হোক, বিবাহে হওয়া কুসংস্কারগুলো উৎখাত হোক তবে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং দ্বীনে মতীনের খেদমতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহায়তা করুন। اَلْحَمْدُلِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** বর্তমানে দুনিয়া জুড়ে প্রায় ৮০টি বিভাগে দ্বীনে মতিনের খেদমত করে যাচ্ছে, এর মধ্য থেকে একটি বিভাগ হলো **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"**। সর্বপ্রথম দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত ১৫ শা'বানুল মুয়াযযম ১৪২১হিজরীতে জামে মসজিদ কানযুল ঈমান, বাবরী চক, করাচীতে প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই পর্যন্ত অনেক **"দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত"** প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেখানে মুফতীয়ানে কিরাম উম্মতে মুসলিমার শরয়ী পথনির্দেশনা দিতে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এছাড়াও **"দারুল**

ইফতা আহলে সুন্নাত” এর মুফতীয়ানে কিরামগণ টেলিফোন ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে দুনিয়া জুড়ে মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসিত মাসআলার সমাধান দিয়ে থাকেন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে এই ই-মেইল আইডির (darulifta@dawateislami.net) মাধ্যমে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাদানী চ্যানেলে **“দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত”** নামে একটি সাড়া জাগানো এবং খুবই তথ্য নির্ভর অনুষ্ঠানও সম্প্রচার করা হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইলমে দ্বীনের আলো প্রসারের জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আইটি(I.T) বিভাগের সহযোগীতায় **“দারুল ইফতা আহলে সুন্নাত”** মোবাইল এপলিকেশনও (Application) এসে গেছে এবং আরো অধিক সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! যে দুনিয়ায় হাসতে হাসতে গুনাহ করে সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নাম

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি হাসতে হাসতে গুনাহ করবে, সে কাঁদতে কাঁদতে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৭৫ পৃষ্ঠা)

আহ! আমরা সাহাবা ও আহলে বাইতের গোলামরা যেনো **আল্লাহ** ওয়ালাদের জীবনির উপর আমল করে নিজেদের এখানে হওয়া বিবাহ সমূহ সহজ করি। ✯ বিবাহে হওয়া নাজায়িয এবং শরীয়ত বিরোধী

রীতিগুলো বন্ধ করার চেষ্টা করি। ✯ বিবাহের দাওয়াত হোক বা অন্য কোন ইভেন্ট, সর্বাবস্থায় বেপর্দা হওয়া এবং অশ্লীলতা বন্ধ করার চেষ্টা করি। ✯ বিবাহে গানবাজনা এবং অন্যান্য কুসংস্কার থেকে বিরত থাকি। ✯ বিবাহে যৌতুক দাবি না করি। ✯ যৌতুক নিলেও তবে তা যেনো কম এবং সুন্নাত অনুযায়ী নিই। ✯ ওলিমার দাওয়াতও অনাড়ম্বরপূর্ণ শরীয়তের গন্ডির মধ্যেই হয়। কেননা যেই বিবাহে খরচ কম হয়, তা বরকতময় হয়ে থাকে।

বরকতময় বিবাহ

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খুবই বরকতময় হলো ঐ বিবাহ, যাতে বোঝা কম হয়। (মুসনাদে আহমদ, ৯/৩৬৫, হাদীস ২৪৫৮৩)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে মুবারাকার ব্যাখ্যায় বলেন: যেই বিবাহে উভয় পক্ষের খরচ কম করা হয়, মোহরানাও সামান্য হয়, যৌতুক বেশি না হয়, কোন পক্ষ ঋণগ্রস্ত না হয়, কোনভাবেই শর্তাবলী কঠিন না হয়, **আল্লাহ পাকে**র ভরসায় মেয়ে দেয়া হয়, সেই বিবাহ খুবই বরকতময়, এরূপ বিবাহ শান্তির নীড়ে পরিণত হয়ে যায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/১১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সত্তা আমাদের জন্য কোন নেয়ামতের চেয়ে কম নয়, তিনি কারামত সম্পন্ন অলী হওয়ার পাশাপাশি ইলমী, আমলী, জাহেরী ও বাতেনীভাবে **আল্লাহ**র আহকাম মান্য করা এবং সুন্নাতে নববীর অনুসরন করা ও করানোর উজ্জল উদাহরণ। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

যেমনিভাবে নিজের বয়ান, লিখনী, বাণী এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে অন্যান্য লোকদেরকে নেক আমলের দীক্ষা ও দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আমল করার উৎসাহ প্রদান করেন, তেমনিভাবে নিজের পরিবার পরিজনকেও আমল সঠিক করার প্রতি সতর্ক করতে থাকেন।

তিনি তাঁর একমাত্র মেয়ে এবং তাঁর শাহজাদাদের বিবাহের সম্পূর্ণ মুহূর্ত ও ব্যবস্থাদী পুরোপুরি শরীয়ত অনুযায়ী করার প্রতি মনযোগ দেন। যার ফলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বিবাহগুলো সর্বপ্রকার অহেতুকতা ও নাজায়িয রীতি থেকে পবিত্র, ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী একেবারেই অনাড়ম্বরতার প্রকাশস্থল এবং বর্তমান সময়ের উদাহরণীয় বিবাহ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

বিনতে আত্তারের যৌতুক

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এক মাদানী মুযাকারায় কিছুটা এই ভাবেই বলেন: আমি পূর্ণ চেষ্টা করেছি যে, হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا কে আমার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যা যা প্রদান করেছেন, তা অনুসরণ করার, যেমন; মশক (চামড়ার থলে), গম গুড়া করার হাতের চাক্কি, রূপা দ্বারা নির্মিত কঙ্কন পেশ করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য জিনিসও কিতাব দেখে দেখে যা যা সম্ভব হয়েছে (যেমন;) চাটাই, মাটির পাত্র এবং খেজুরের ছাল ভরা চামড়ার বালিশ ইত্যাদি উপহার স্বরূপ দেয়ার চেষ্টা করেছি। (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব ৩, ৪৪ পৃষ্ঠা)

জা'নশিনে আত্তারের বিবাহ

অনুরূপভাবে তাঁর বড় ছেলে, আলহাজ্ব মাওলানা আবু উসাইদ উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিবাহের অনুষ্ঠান রঙ বেরঙের

লাইটে ঝলমল বিবাহের হলে করার পরিবর্তে মুলতান শরীফে হওয়া **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিনদিনের সুন্নাতে ভরা আন্তর্জাতিক ইজতিমায় ১৮ অক্টোবর ২০০৩ সালে শনিবার রাতে একেবারে অনাড়ম্বরতার সহিত সম্পন্ন হয়। তিলাওয়াতের পর নাত পাঠ করা হলো, বিবাহের খুতবা পাঠ করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ই বিবাহ পড়ান। আর কন্যা বিদায়ের অনুষ্ঠান ১৪২৬ হিজরীর শাওয়ালুল মুকাররমের দশম রজনী অনুযায়ী ২০০৫ সালে রাখা হয়েছিলো।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব ৩, ৩২-৩৩ পৃষ্ঠা)

লোক দেখানো যৌতুক নিতে অস্বীকার

মাওলানা হাজী উবাইদ রযা مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর বিবাহে যখন মেয়ে পক্ষ থেকে লোক দেখানো যৌতুক দিতে চাইলো, তখন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদেরকে অনাড়ম্বরতা অবলম্বন করার প্রতি জোড় দিলেন। অপরদিকে শাহজাদায়ে আত্তার مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي ও খাট ইত্যাদির পরিবর্তে চাটাই গ্রহণ করাতে রাজি হলেন।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, পর্ব ৩, ৩৪ পৃষ্ঠা)

বিবাহ করা সহজ কিন্তু

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সন্তানদের বিবাহ থেকে ভালই অনুমান করা যায় যে, বর্তমানে এই ফিতনা ফ্যাসাদের যুগেও যদি মুসলমানরা দৃঢ় ইচ্ছা করে নেয় তবে বিবাহের কার্যাদী পরিপূর্ণ ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আদায় করা যাবে যদিও অবশ্যই এটা কিছুটা কঠিন তবে অসম্ভব নয়। বিবাহ এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষার উপর আমল করার প্রেরণা পেতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত

হয়ে যান, প্রত্যেক বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ইসলামী ভাইদের ইজতিমায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করার নিয়্যত করে নিন এবং প্রতি শনিবার ইশার নামাযের পর অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারা দেখারও নিয়্যত করুন, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গুনাহ থেকে বিরত থাকা, নেককাজ করা এবং দ্বীনি শিক্ষার প্রতি আমল করার মানসিকতা অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত আদব

হে আশিকানে রাসূল! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (পর্ব ৮)"** থেকে সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত কয়েকটি আদব শুনি: (মনে রাখবেন!) সন্তানকে অবাধ্য ও বিদ্রোহী বানানোতে অনেক সময় স্বয়ং পিতামাতাও দায়ী, এই জন্যই যে, অধিকাংশ পিতামাতা নিজেরাই প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নয়, এই কারণেই তারা সন্তানেরও সঠিকভাবে প্রশিক্ষণ করতে পারে না। সন্তানের উপর কথায় কথায় চিৎকার করতে থাকা বোকার কাজ, কেননা এতে সন্তান আরো "স্বাধীন" হয়ে যায়, অতএব বারবার ধমকানোর পরিবর্তে অধিকাংশ সময় ভালবেসে কাজ করাবেন। সবার সামনে সন্তানকে অপদস্ত করতে থাকাতে ধীরে ধীরে তার ছোট্ট মন "বিদ্রোহ (অর্থাৎ অবাধ্য)" হয়ে যায়। সন্তানের উপস্থিতিতে কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে সেই সন্তানের ব্যাপারে এমনভাবে অভিযোগ করা যেমন; একে বুঝান, সে অনেক বিরক্ত করে, খুবই দুষ্টামি করে, পিতামাতার কথা শুনে না ইত্যাদি বুদ্ধিমানের কাজ নয়, কেননা এতে সন্তানের সংশোধন হওয়া তো দূরের কথা উল্টো এরূপ মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে যায় যে, আমাকে

আমার বাবা মা অমুকের সামনে অপমান করেছে! আর নিঃসন্দেহে বাস্তবতাও এমন যে, কাউকে অন্যের সামনে বুঝানো যেনো তাকে অপমান করা। হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে ব্যক্তি নিজের ভাইকে সবার সামনে উপদেশ দিলো, সে তাকে অপমান করলো এবং যে ব্যক্তি একাকী উপদেশ দিলো সে তাকে সমৃদ্ধ করলো। (তাম্বিহুল গাফেলিন, ৪৯ পৃষ্ঠা) অতএব উত্তম হলো যে, অপরের সামনে সন্তানের খারাপ দিক বর্ণনা করার পরিবর্তে তার মাঝে বিদ্যমান ভাল দিকগুলো উল্লেখ করুন, এতে সন্তান অনুপ্রেরিত হবে এবং ভাল হওয়ার জন্য আরো বেশি চেষ্টা করবে। তবে হ্যাঁ! যদি সন্তানকে শুধু ভয় দেখানো হয় যে, যদি তুমি আবারো এই ভূল করো করো তবে আমি সবার সামনে শাস্তি দিবো তবে মাঝে মাঝে এরূপ করাতে সমস্যা নাই। (মাদানী মুযাকারা, ক্যাসেট নম্বর ১৩-৪৫)

ঘোষণা

সন্তানের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অবশিষ্ট আদব তারবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, সুতরাং তা জানতে তারবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।" (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم**:** যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**